দৈনিক খবর

12

তারিখ ..0.6 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

শিক্ষা ও শিক্ষকের হালফিল

আব্দুর রাজ্জাক

বর্তমানে দেশের ...ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা যে ...ণ তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অতীতে অনেকে ভাল কথা বলেছেন এবং এখনও বলা হচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতির আদৌ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। জাতীয় জীবনের নৈতিক অবক্ষয়ের ছোঁয়া এ ক্ষেত্রেও বাদ যায়নি। তাই চলছে চরম নৈরাজ্য। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বাদ দিলে আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে যথা সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার স্তর হলো প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর হলো এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তর হলো ভোকেশনাল, পলিটেকনিক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বল্পসংখ্যক সরকারী এবং অবশিষ্ট বেসরকারী অবয়বে অবস্থান করছে। অবশ্য অবয়বের উপর উপজেলা শিক্ষা দপ্তর হতে শুরু করে জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে।

আমাদের দেশ আজ হাজার- লাখো সংগঠনের নিগড়ে আবদ্ধ। অতীতে এমনটির আধিক্য ছিল না। শাসক ও শাসিতের উদ্দেশ্যের সাধুতা থাকলে এমন হতো না। বক্ষমান নিবন্ধে আমি বেসরকারী স্কুল শিক্ষক এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর বলার চেষ্টা করব। বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি তিন ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে এক অংশে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ভুক্ত। সরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল সহকারী শিক্ষক সমিতির নামও কিছুদিন আগে শুনা গিয়েছিল যা ইদানীং আর শুনা যাচ্ছে না। বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সংগঠন যা ফেডারেশন সমর্থক। বাংলাদেশ সরকারী ও বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি যার উভয়টা ফেডারেশন ভুক্ত। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষক সমিতি অবশ্য ফেডারেশন ভুক্ত নয়। বাংলাদেশ জমিয়তে মোদাররেছীন এবং এবতেদায়ী সমিতির এক ক্ষুদ্র অংশে ফেডারেশন ভুক্ত এবং বৃহত্তর অংশে ফেডারেশন বহির্ভূত। বাংলাদেশ সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, সরকারী ও বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি এবং বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি তথা জমিয়তে মোদাররেছীন সমবায়ে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। এই হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের মোটামুটি হালফিল।

একটি উপজেলাকে ভিত্তি করে আমার আলোচনা শুরু করতে চাই।

আলোচ্য উপজেলাটি হলো ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলা। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের খতিয়ান স্বরূপ। ৪টি জুনিয়র স্কুলসহ মোট ...টি হাইস্কুল। তন্মধ্যে ১টি জুনিয়র ...ল সরকারী অনুদান পায় না। ২১টি দাখিল, ২টি আলিম ও ৪টি ফাজিল মাদ্রাসাসহ মোট ২৭টি মাদ্রাসা আছে। তন্মধ্যে ৯টি দাখিল মাদ্রাসা মঞ্জুরীপ্রাপ্ত কিন্তু সরকারী অনুদান পায় না। ১২০টি এবতেদায়ীর মধ্যে মাদ্রাসা সংলগ্ন ১৮টি সরকারী অনুদান পায়। অন্যান্যগুলো কিছু কিছু নৈমিত্তিক অনুদান পায়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭২টি ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫টি। ২৪৯১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সরকারী বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন করে। পড়ার উপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮৯২৭। ১টি ডিগ্রী কলেজ আছে, অন্য কোন কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

১৯৮৭ হতে ১৯৮৯ই পর্যন্ত লালমোহন কেন্দ্রে গড়ে প্রতি বছর গণ পরীক্ষা ও বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র- ছাত্রীদের নিম্নলিখিত ছকটি লক্ষণীয়।

ফাজিল-ডিগ্রীর অনুপাত যথা ৫০:৩৭৫ এবং ৩০:২২। ... সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যা ... ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা কম। ... স্কুলের সংখ্যা ও শিক্ষক ... অথচ ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা ... আবার অত্র উপজেলায় এক... সুপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় আছে। অপর একটি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে ৪টি বালিকা দাখিল মাদ্রাসা আছে। উপরের অপর এক তথ্যে দেখা যায় ৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪৯১৭ জন ছাত্র- ছাত্রী (১৯৮৮-৮৯-এর হিসাব মতে) পড়াশোনা করে। পড়ার উপযোগী ছাত্র- ছাত্রী আছে ৩৮৯২৭ জন। তাহলে ১৪০১০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
এসএসসি	এসএসসি সমমানের দাখিল	এইচএসসি	এইচএসসি সমমানের আলিম
৩৩৪	১১৩	৩৭৫	৫০
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ডিগ্রী	ডিগ্রী সমমানের ফাজিল (অবশ্য এখনও সরকার স্বীকৃত নয়)	এবতেদায়ী অর্থাৎ ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায়	এবতেদায়ী সমমানের সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়
২২	৩০	২৯	২৩৯

ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেপ্টেম্বর/ '৮৯তে সরকারী অনুদান বা বেতন বাবদ নিম্নোক্ত অর্থ উত্তোলনের হিসাব এবং শিক্ষক-শিক্ষকা ও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	(২) অনুদান/বেতন	(৩) সরকারী শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা	(৪) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীসংখ্যা
১। মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬টি	=১৯৩৮৮৬/০০	১৩২ (১টি জুনিয়র ব্যতীত)	৫৪ জন (১টি জুনিয়র ব্যতীত)
২। দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসা মোট ২৭টি	=২৯০৯৩৪/৯৬ (৯টি দাখিল ব্যতীত)	১৭৫ জন (২৭টির)	৯০ জন (২৭টির)
৩। ডিগ্রী কলেজ ১টি	=৫১৬৩০/০০	২০ জন	১৬ জন
৪। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ৭২টি	=৬,২৪,৭৯৫/৩৭ (বেতন বাবদ)	২৯৭ জন (১৮টি খালি পদ ব্যতীত)	

উপরেল্লিখিত তথ্যাদিতে দেখা যায় সর্বাধিক সম্মানজনক এবং নিরাপদ অবস্থানে অবস্থান করছেন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষককূল। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, টাইম স্কেল সুবিধা, উৎসব ভাতা, পেনশন গ্রাচুইটিসহ স্বীয় উপজেলায় সুবিধানজনক স্থানের স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ তাদের আছে। এ সুযোগের একমাত্র কারণ তাদের চাকরি জাতীয়করণকৃত। শিক্ষকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান প্রদান ও জ্ঞান আহরণের গুণগত মানের কতটুকু উন্নতি হয়েছে•তা পর্যালোচনার দাবী রাখে। এবতেদায়ী ও প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অনুপাত ২৯:২৩৯। প্রাইমারী পুরোপুরি সরকারী সুবিধা লাভে পুষ্ট। এবতেদায়ীর অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিধায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে যুক্তি উঠতে পারে। এটা যুক্তিগ্রাহ্য বটে। দাখিল মানের মাদ্রাসা ও হাইস্কুল তো সরকার থেকে একই মানের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তবুও কেন পরীক্ষার্থীদের অনুপাত ১১৩:৩৩৪? অনুরূপভাবে আলিম এইচএসসি ও জন বালক-বালিকা প্রাইমারীতে আসে না। এদের কিছু অংশ হয়ত এবতেদায়ীতে পড়তে পারে। বাকী অংশে আর্থ-সামাজিক কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে না। যদি ধরেই নেয়া যায় এদের সব এবতেদায়ীতে আসে, তবে ১২০টি এবতেদায়ীর কি প্রয়োজন যেখানে ৭২টি প্রাইমারীতে ২৪৯১৭ জন পড়াশোনা করে? অপর এক বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে মাদ্রাসা গৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামাদির তুলনায় স্কুল অগ্রগামী।

বেসরকারী ও সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একই মানের শিক্ষকদের মাঝে চরম বেতন বৈষম্য বিরাজমান। বেসরকারী ও সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের নীতিমালা ও চরম ত্রুটিপূর্ণ। এতে কোন সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট সাহেবের ঘোষণানুযায়ী বেসরকারী স্কুলকে সরকারীকরণের নিয়ম প্রতিফলিত হয়। সরকারের এ ধরনের আচরণ শিক্ষকদের মানসিকতাকে চরমভাবে নাড়া দেয়। ফলে সুষ্ঠু শিক্ষাদান কাজ চলতে পারে না।

বিভাগের একটি চিঠি প্রণিধানযোগ্য। কর্তৃপক্ষ শিক্ষাকে নিয়ে গিনিপিগ টেস্ট করছেন বলে মনে হয়। ৬-১-৯০ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগের জনৈক কলেজ শিক্ষকের চিঠিটি স্মর্তব্য। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২২ বছর চাকরি করার পর ১৩৫০/০০ টাকার স্কেলের একজন শিক্ষক ১৯৮৯-এর মার্চে চাকরিতে যোগদানের পর ঐ একই স্কেলে অপর এক শিক্ষকের সমান সরকারী অনুদান পাচ্ছেন। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কোন সার্ভিস বেনিফিটই পেলেন না। এটা কোন বিচার বুঝা গেল না। এমনি ধরনের অসংখ্য অসংগতি চলছে। পার্শ্ববর্তী চরফ্যাশন উপজেলায় জরিপ চালিয়ে নিম্নের তথ্যটি পাওয়া গেছে।

... ...টি ... ...্যালয়ে ...ক্ষণহীন ..., সহ- ... শিক্ষকেরা ...াচ্ছে না। এ ... ব্যা... ...নেশন পত্রিকার ১৩-১০-... ...রিখের চিঠিপত্র